ক্রমিক	স্মার্ট বাংলাদেশ উপযোগী গৃহীত/ গৃহীতব্য/ প্রস্তাবিত স্মার্ট উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগটির মাধ্যমে যে সকল চ্যালেঞ্জ/ সমস্যার সমাধান হবে	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্যোগটির সাথে সংশ্লিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ**	উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশের অধিক্ষেত্র***	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সময়কাল	বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)			উদ্যোগটি বাস্তবায়নে কি প্রকল্প গ্রহণ প্রয়োজন হবে?	উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগী/ অংশীজন সংস্থার নাম	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় রিসোর্সসমূহ (প্রশিক্ষিত জনবল এবং বাজেট)	প্রয়োজনীয় রিসোর্সসমূহের সম্ভাব্য উৎস্য
							২০২৫ সালে	২০৩১ সালে	২০৪১ সালে					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১	**Smart System for Payroll, Attendance and Overtime Management(Smart PAOM).**	ম্যানুয়ালী বেতন ভাতাদি পরিশোধ, কাগজে স্বাক্ষরিত হাজিরা এবং ম্যানুয়ালী অধিকাল ভাতার হিসাব বিবরণী প্রস্তুতে সময়ক্ষেপণ, সেবা/কার্যক্ষেত্রে কাগজের উপর নির্ভরশীলতা; উপাত্তনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ না থাকা। প্রধান কার্যালয়ের সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয়ে জটিলতা হয়।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রতিটি স্থলবন্দরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্মার্ট পদ্ধতিতে বেতন ভাতাদি পরিশোধ(ইএফটির মাধ্যমে), স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে হাজিরা নিশ্চিত করে সে অনুযায়ী অধিকাল ভাতা ব্যবস্থাপনা । বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বেতন ভাতাদি পরিশোধ, কাগজে স্বাক্ষরিত হাজিরা এবং ম্যানুয়ালী অধিকাল ভাতার হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয় । Smart System for Payroll, Attendance and Overtime Management(Smart PAOM) বাস্তবায়ন করা হলে অনলাইনে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত বর্ণিত সেবা প্রদান সম্ভব হবে। একটি ডাশবোর্ডের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধানে গ্রহণ সহজ হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিস্টেমগুলোর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি স্থাপন করা হবে। পাইলটিং হওয়া সিস্টেমগুলোর প্রয়োজনীয় স্কেলআপের ব্যবস্থা করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসব সিস্টেমের সাথে অগ্রসরমান প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগডেটা	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, কাগজবিহীন প্রশাসন, উপাত্তনির্ভর গভর্নেন্স, স্মার্ট পরিকল্পনা, অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহার, স্মার্ট বাংলাদেশ স্ট্যাক, ইত্যাদি।	সংশ্লিষ্ট সিস্টেমগুলোর স্কেলআপ, ইন্টারঅপারেবিলিটি তৈরি এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ ইনটিগ্রেশনের জন্য সম্ভাব্য সময় ২০৩১ সাল	**৫০%**	**১০০%**	-	না	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থলবন্দর নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও টেকনোলজি ভেন্ডর।	প্রশিক্ষিত ০১জন সিস্টেম এনালিস্ট, ০১ জন প্রোগ্রামার, ০৫ জন সহকারী প্রোগ্রামার ও ০১ জন সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী প্রয়োজন। কর্মরত ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার। সম্ভাব্য বাজেট প্রায় ২০ লক্ষ । ক্লাউড সার্ভিস,	কর্মরত ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার। ০১জন সিস্টেম এনালিস্ট, বাদে অবশিষ্ট জনবল অনুমোদন প্রক্রিয়াধীণ। নিজস্ব জনবল নিয়োগ না দেওয়া পযন্ত ভেন্ডর এর জনবল দ্বারা সফটওয়্যারটি পরিচালিত হবে। বাজেট: নিজস্ব বাজেট থেকে ২০ লক্ষ টাকা নির্বাহ

			অ্যানালাইসিস, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি ইনটিগ্রেশনের মাধ্যমে স্মার্ট উদ্যোগে রূপান্তর করা হবে। **ফলাফল:** পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন এবং সমন্বিতভাবে স্মার্ট পদ্ধতিতে বেতন ভাতাদি পরিশোধ (ইএফটির মাধ্যমে), স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে হাজিরা নিশ্চিত করে সে অনুযায়ী অধিকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম উপাত্ত নির্ভর ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবে।										ইত্যাদি।	করা হবে।
২	**Integrated Smart Land Port Management System at Bangladesh Land Port Authority**	বিদ্যমান ০৩টি স্থলবন্দরে(বেনাপোল, বুড়িমারী, ভোমরা) আলাদা আলাদা সফটওয়্যার থাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সমুখ্খীন হতে হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টারনেট অফ থিংস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওয়েব্রীজ স্কেলের ওজন ডাটা নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকা। অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম না থাকা। এছাড়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি না থাকা; ডিজিটাল ফর্মে থাকা ডেটাগুলোকে	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এমন ডিজিটাল উদ্যোগসমূহ (যেমন, বেনাপোল স্থলবন্দরের অপারেশনাল ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক অটোমেশন সফটওয়্যার, বুড়িমারী স্থলবন্দরে e-Port Management System Software, স্থলবন্দরে যাত্রী সুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন, ভোমরা স্থলবন্দরে e-Port Management System Software. ইত্যাদি) চালু রাখা হবে। Integrated Smart Land Port Management System at Bangladesh Land Port Authority স্মার্ট উদ্যোগটি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ সকল স্থলবন্দরে বাস্তবায়ন করা হলে অনলাইনে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হবে। একটি ডাশবোর্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাপ্ত তথ্য	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, কাগজবিহীন প্রশাসন, উপাত্তনির্ভর গভর্নেন্স, স্মার্ট পরিকল্পনা, অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহার, স্মার্ট বাংলাদেশ স্ট্যাক, ইত্যাদি।	সংশ্লিষ্ট সিস্টেমগুলোর স্কেলআপ, ইন্টারঅপারেবিলিটি তৈরি এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ ইনটিগ্রেশনের জন্য সম্ভাব্য সময় ২০৪১ সাল	৩০%(বেনাপোল, বুড়িমারী, ভোমরা, গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী)	৬০%(সোনাহাট, সোনামসজিদ, হিলি, বাংলাবান্ধা, বিবির বাজার, তামাবিল, শেওলা, আখাউড়া, বিলোনিয়া, নাকুগাও, ধানুয়া-কামালপুর, রামগড়)	১০০%	না	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	সিএন্ডএফ, আমদানী-রপ্তানি কারক, নিরাপত্তা বাহিনী, কোয়ারেইন অফিস, ব্যাংক, বিজিবি, কাস্টমস এছাড়া স্থলবন্দর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন ও টেকনোলজি ভেন্ডর।	প্রশিক্ষিত ০১জন সিস্টেম এনালিস্ট, ০১ জন প্রোগ্রামার, ০৫ জন সহকারী প্রোগ্রামার ও ০১ জন সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী প্রয়োজন। কর্মরত ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার। সম্ভাব্য বাজেট প্রায় ৫০ কোটি । ক্লাউড সার্ভিস, ইত্যাদি।	কর্মরত ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার। ০১জন সিস্টেম এনালিস্ট, বাদে অবশিষ্ট জনবল অনুমোদন প্রক্রিয়াধীণ। নিজস্ব জনবল নিয়োগ না দেওয়া পযন্ত ভেন্ডর এর জনবল দ্বারা সফটওয়্যারটি পরিচালিত হবে। বাজেট: নিজস্ব /প্রকল্প বাজেট থেকে ৫০ কোটি টাকা নির্বাহ করা হবে।

		স্বয়ংক্রিয় উপায়ে উপাত্তনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাজে লাগাতে না পারা; প্রযোজ্য সবগুলো সেবা/কার্যক্ষেত্রকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে না পারা, ইত্যাদি।	বন্দরভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিস্টেমগুলোর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি স্থাপন করা হবে। পাইলটিং হওয়া সিস্টেমগুলোর প্রয়োজনীয় স্কেলআপের ব্যবস্থা করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসব সিস্টেমের সাথে অগ্রসরমান প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অফ থিংস, বিগডেটা অ্যানালাইসিস, ব্লকচেইন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইত্যাদি ইনটিগ্রেশনের মাধ্যমে স্মার্ট উদ্যোগে রূপান্তর করা হবে। **ফলাফল:** পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন এবং সমন্বিতভাবে উপাত্তনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবে।										
৩	**Smart Licensing System for CNF Agent/ Port User**	লাইসেন্স প্রদানে সময়ক্ষেপণ, সেবা/কার্যক্ষেত্রে কাগজের উপর নির্ভরশীলতা; উপাত্তনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ না থাকা, কাস্টমস এর সাথে সমন্বয় সাধন করে সেবাটি প্রদান করতে হয় । ফলে কাংখিত সময়ে লাইসেন্স প্রদান সম্ভব হয় না।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে সিএন্ডএফ এবং বন্দর ব্যবহারকারীগনকে লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সিএন্ডএফ ইউজার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। Smart Licensing System for CNF Agent/ Port User বাস্তবায়ন করা হলে অনলাইনে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হবে। একটি ডাশবোর্ডের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধানে গ্রহণ সহজ হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিস্টেমগুলোর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি স্থাপন করা হবে। পাইলটিং হওয়া সিস্টেমগুলোর প্রয়োজনীয় স্কেলআপের ব্যবস্থা করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসব সিস্টেমের	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, কাগজবিহীন প্রশাসন, উপাত্তনির্ভর গভর্নেন্স, স্মার্ট পরিকল্পনা, অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহার, স্মার্ট বাংলাদেশ স্ট্যাক, ইত্যাদি।	সংশ্লিষ্ট সিস্টেমগুলোর স্কেলআপ, ইন্টারঅপারেবিলিটি তৈরি এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ ইনটিগ্রেশনের জন্য সম্ভাব্য সময় ২০৩১ সাল	৭০%	১০০%	-	না	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	সিএন্ডএফ, আমদানী-রপ্তানি কারক, নিরাপত্তা বাহিনী, কোয়ারেইন অফিস, ব্যাংক, বিজিবি, কাস্টমস । এছাড়া স্থলবন্দর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন ও টেকনোলজি ভেন্ডর।	প্রশিক্ষিত ০১জন সিস্টেম এনালিস্ট, ০১ জন প্রোগ্রামার, ০৫ জন সহকারী প্রোগ্রামার ও ০১ জন সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী প্রয়োজন। কর্মরত ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার। সম্ভাব্য বাজেট	কর্মরত ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার। ০১জন সিস্টেম এনালিস্ট, বাদে অবশিষ্ট জনবল অনুমোদন প্রক্রিয়াধীণ। নিজস্ব জনবল নিয়োগ না দেওয়া পযন্ত ভেন্ডর এর জনবল দ্বারা সফটওয়্যারটি পরিচালিত হবে। বাজেট:

			সাথে অগ্রসরমান প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগডেটা অ্যানালাইসিস, ব্লকচেইন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইত্যাদি ইনটিগ্রেশনের মাধ্যমে স্মার্ট উদ্যোগে রূপান্তর করা হবে। **ফলাফল:** পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন এবং সমন্বিতভাবে লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম উপাত্ত নির্ভর ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবে।										প্রায় ১০ লক্ষ । ক্লাউড সার্ভিস, ইত্যাদি।	নিজস্ব বাজেট থেকে ১০ লক্ষ টাকা নির্বাহ করা হবে।
৪	**লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিএন্ডএফ এজেন্ট/বন্দর ব্যবহারকারীদের অথেনটিকেশন এবং আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম**	আইডি কার্ড প্রদানে সময়ক্ষেপণ, সেবা/কার্যক্ষেত্রে কাগজের উপর নির্ভরশীলতা; উপাত্তনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ না থাকা, কাস্টমস এর সাথে সমন্বয় সাধন করে সেবাটি প্রদান করতে হয় । ফলে কাংখিত সময়ে আইড কার্ড প্রদান সম্ভব হয় না।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে বন্দর লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিএন্ডএফ এবং বন্দর ব্যবহারকারীদের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচয় নিশ্চিত করে বন্দরে প্রবেশে অনুমতি গ্রহণে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিচয় নিশ্চিতকরে বন্দর ব্যবহারের অনুমতি ও আইডি কার্ড প্রদান করা হয়। লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিএন্ডএফ এজেন্ট/বন্দর ব্যবহারকারীদের অথেনটিকেশন এবং আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হলে সহজেই এনআইডি সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক পরিচয় নিশ্চিত করা যাবে। ফলে অনলাইনে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হবে। একটি ডাশবোর্ডের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধানে গ্রহণ সহজ হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিস্টেমগুলোর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি স্থাপন করা	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, কাগজবিহীন প্রশাসন, উপাত্তনির্ভর গভর্নেন্স, স্মার্ট পরিকল্পনা, অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহার, স্মার্ট বাংলাদেশ স্ট্যাক, ইত্যাদি।	সংশ্লিষ্ট সিস্টেমগুলোর স্কেলআপ, ইন্টারঅপারেবিলিটি তৈরি এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ ইনটিগ্রেশনের জন্য সম্ভাব্য সময় ২০৩১ সাল	৪০%	১০০%	-	না	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	সিএন্ডএফ, আমদানী-রপ্তানি কারক, নিরাপত্তা বাহিনী, কোয়ারেইন অফিস, ব্যাংক, বিজিবি, কাস্টমস এছাড়া স্থলবন্দর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন ও টেকনোলজি ভেন্ডর।	প্রশিক্ষিত ০১জন সিস্টেম এনালিস্ট, ০১ জন প্রোগ্রামার, ০৫ জন সহকারী প্রোগ্রামার ও ০১ জন সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী প্রয়োজন। কর্মরত ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার। সম্ভাব্য বাজেট প্রায় ১ কোটি । ক্লাউড সার্ভিস, ইত্যাদি।	কর্মরত ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার। ০১জন সিস্টেম এনালিস্ট, বাদে অবশিষ্ট জনবল অনুমোদন প্রক্রিয়াধীণ। নিজস্ব জনবল নিয়োগ না দেওয়া পযন্ত ভেন্ডর এর জনবল দ্বারা সফটওয়্যারটি পরিচালিত হবে। বাজেট: নিজস্ব /প্রকল্প বাজেট থেকে ১ কোটি টাকা নির্বাহ করা হবে।

			হবে। পাইলটিং হওয়া সিস্টেমগুলোর প্রয়োজনীয় স্কেলআপের ব্যবস্থা করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসব সিস্টেমের সাথে অগ্রসরমান প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগডেটা অ্যানালাইসিস, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি ইনটিগ্রেশনের মাধ্যমে স্মার্ট উদ্যোগে রূপান্তর করা হবে। **ফলাফল:** পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন এবং সমন্বিতভাবে বন্দর ব্যবহারের অনুমতি ও আইডি কার্ড প্রদান কার্যক্রম উপাত্ত নির্ভর ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবে।											